খামারী ভাইদের চিঠির মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিয়েছেন।

ডা: মঈনউদ্দিন আহম্মদ মামুন

প্রশ্ন: আমার ৬টা দুধের গাভীর একটি খামার আছে। বর্তমানে ৪টি গাভী দুধ দিচ্ছে। এদের বিভিন্ন বয়সের ৪টি বাচ্চা আছে। আমার এলাকায় বেওয়ারিস কুকুরের খুব উপদ্রব হয়ে থাকে। গত কাল বিকালে আমার একটি বাছুরকে পেছনের পায়ে কুকুর কামড়িয়েছে। পরে আমি স্থানীয় শাহাজাদপুর প্রাণিসম্পদ অফিসের ডাক্তারের পরামর্শমত বাছুরটিকে কুকুর কামড়ের চিকিৎসা করিয়েছি। আমার জানার বিষয় হলো এমন কি কোনো টিকা আছে যা করে নিলে আমার গরু/বাছুরগুলো জলাতঙ্ক রোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারে?

নিখিল চন্দ্র ঘোষ

শাহাজাদপুর

সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ভাই নিখিল চন্দ্র ঘোষ আপনার প্রেরিত পত্র আমরা যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আপনার পত্রে জানিয়েছেন আপনার একটা বাছুরকে গতকাল কুকুরে পেছনের পায়ে কামড়িয়েছিল, এ বাছুরটি আপনি শাহাজাদপুর প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে চিকিৎসা করিয়েছেন। আপনি পাশাপাশি জানতে চেয়েছেন এমন কোনো টিকা আছে কিনা, যা দিয়ে কুকুর

কামড়ানোর আগেই আপনি গরু ও বাছুরগুলোকে সেই টিকা দিয়ে জলাতঙ্ক রোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আপনার প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, হ্যাঁ এ ধরনের টিকা প্রতি ১ বাংলাদেশে আছে যা প্রয়োগ করিয়ে আপনি সুস্থ্য অবস্থায় আপনার গরুবাছুরগুলোকে জলাতঙ্ক রোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো ভ্যাকসিনটি কোন ভ্যাকসিন? আর এ ভ্যাকসিনটি কি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে আপনার গরুগুলো কতদিনের জন্য এ রোগের ভাইরাসের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ থাকবে?

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এ টিকাটির নাম ইনজেকশন র‍্যাবিসিন, এটি ১০ মাত্রার ভায়ালে পাওয়া যায়। ভ্যাকসিনটির মূল্য আনুমানিক ৬৫০/- টাকা থেকে ৭০০/- টাকার মধ্যে হবে। এটি যে দোকান থেকে সংগ্রহ করবেন, দেখে নিবেন এটি দোকানদার ফ্রিজে সংরক্ষণ করেছেন কিনা। যদি ফ্রিজে না রেখে থাকেন তাহলে তা কিনবেন না। ভ্যাকসিন প্রয়োগের নিয়মাবলী:

এ ভ্যাকসিনটি সুস্থ গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি প্রাণীকে নিম্ন বর্ণিত নিয়মে প্রয়োগ করে নিলে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়াগুলো ৩ বছরের জন্য জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকবে। অর্থাৎ এ ভ্যাকসিনটি বর্ণিত নিয়মে করা থাকলে সেই গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়াকে যদি কুকুরে কামড় দেয় তাহলে আর কামড়ানোর পরে কোন ধরনের ইনজেকশন করতে হবে না বা ঔষধ খাওয়াতে হবে না। তবে আক্রান্ত স্থান ভালোভাবে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর আক্রান্ত স্থানে সালফানিলামাইড পাউডার বা নেবানল পাউডার লাগাতে হবে।

গরু, ছাগল, মহিষ ১ বছর পর্যন্ত জলাতঙ্ক ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে নীচে বর্ণিত নিয়মে র‍্যাবিসিন টিকা করুন বা করিয়ে নিন।

যে কোনো বয়সে এবং ওজনের জন্য প্রতি প্রাণীতে ১সিসি টিকা মাংসে প্রথম ইনজেকশন করুন। এরপর একই প্রাণীকে ৩-৫ সপ্তাহ পরে আবার ১সিসি র‍্যাবিসিন মাংসে ইনজেকশন করুন। এর পর ঠিক ১২ মাস বা ৩৬০-৩৬৫ দিনের মধ্যে আরো একবার ১সিসি র‍্যাবিসিন মাংসে ইনজেকশন করুন। এবার ১২ মাস পরে যে তারিখে ভ্যাকসিন করেছেন এর ঠিক আগের তারিখে ঠিক ১ বছর পর আবার ভ্যাকসিন করুন এবং এভাবে পূর্বের বর্ণিত একই নিয়মে

বছর পরপর আপনার গরু, ছাগল, মহিষ, ইত্যাদি প্রাণীকে উপরে প্রথমে বর্ণিত নিয়মে র‍্যাবিসিন ভ্যাকসিনটি করতে থাকুন তাহলে আপনার প্রাণীগুলো জলাতঙ্ক ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকবে।

এর কারণ হলো বর্ণিত পদ্ধতিতে র‍্যাবিসিন টিকা করিয়ে নিলে উক্ত টিকার রোগ প্রতিরোধক টাইটার ১ বছর পর্যন্ত রক্তে স্থায়ীত্ব পায়।

প্রশ্নঃ আমি একজন গাঁড়োল খামারী। বর্তমানে আমার ১টি লম্বা লেজ ওয়ালা পুরুষ গাঁড়ল আছে এবং ৪টি মহিলা গাঁড়োল আছে। আমার জানার বিষয় হলো আসলে এই গাঁড়োল কোনো প্রজাতির ভেড়া? এদের উৎপত্তিস্থল কোথায়? এদের রক্ষণাবেক্ষণ পরিচর্যা, টিকা, খাবার, ইত্যাদি সম্পর্কে যদি ধারণা দিতেন তাহলে উপকৃত হোতাম।

কেতাব আলি

রহনপুর

উপজেলা- গমস্তাপুর

জেলা- চাপাইনবাবগঞ্জ

উত্তরঃ ভাই কেতাব আলি আপনার পত্র আমরা যথা সময়ে পেয়েছি। আপনি ৫টি গাঁড়োল নিয়ে যে খামার শুরু করেছেন সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার এ গাঁড়োলগুলো কোন প্রজাতির ভেড়া, এদের উৎপত্তিস্থল বা কোথায়। আর এদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে আপনি জানতে চেয়েছে।

যাহোক আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, আপনার লম্বা লেজ ওয়ালা গাঁড়োলগুলো (যা মূখ্য ব্যবসায়ীগণ গাঁড়ল হিসেবে বাজারজাত করছেন বাংলাদেশে) যদিও এ জাতের ভেড়াটি আসলে ভারতীয় সোনাডি প্রজাতির ভেড়া। এ প্রজাতির ভোড়াগুলোর বৈশিষ্ট হলো এগুলো আমাদের দেশি ভেড়ার চাইতে সাইজে বেশ বড়। এগুলোর মহিলা প্রজাতি ওজনে গড়ে ২৫-৩০ কেজি এবং পুরুষগুলো ওজনে গড়ে ৩০-৪০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশি ভেড়ী ওজনে গড়ে ১০-১২ কেজি এবং ভেড়াগুলো ১৫-১৮ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সোনাডি প্রজাতির ভেড়াগুলোর লেজ গরুর লেজের মত লম্বা হয়ে থাকে। এরা সাধারণত ৩০-৩৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ভালো থাকে। এর বেশি তাপমাত্রা হলে এরা তাপজনিত ধকলে ভুগে। আপনি এদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন। এ প্রজাতির ভেড়া/ভেড়ীগুলো পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যে এদের উৎপত্তিস্থল। এদর শরীর থেকে গড়ে ১.৫-২.৫ কেজি পশম পাওয়া যায়। এদের মাংস খুব সুস্বাদু হয়ে থাকে।

এদের বিজ্ঞানভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে ১টি পুরুষের বিপরীতে ১৫-২৫টি মহিলা সোনাডি ভেড়ী রাখা প্রয়োজন। এরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু জাতের ভেড়া। এদের ঘর মাটি থেকে ১.৫-২ ফিট উঁচুতে করতে হয়। ঘরের মেঝে কাঠের তক্তা বা ঘন করে বাঁশের বাতা দিয়েও করা যায়। একটি ঘরে ৮-১২টির বেশি ভেড়া রাখা ঠিক নয়। এদের খামার, জাতীয় মহা সড়কের ধারে বা রেল লাইন সংলগ্ন হলে ভালো হয়। কারণ রেল লাইন বা মহা সড়কের ধারে এদের চরানো যায়। এতে খাদ্য খরচ কিছু সাশ্রয় হয়। এদের নিয়মিত গমের বা ধানের ভূষি সকাল ও বিকালে প্রতিটিকে ৫০ গ্রাম হিসেবে সকালে ২ ধরনের ভূষি ১০০ গ্রাম বিকালে ১০০ গ্রাম খাওয়াতে হবে।

স্থানীয় প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের পরামর্শ মত এদের ক্ষুরারোগের টিকা ৬ মাসের ব্যাবধানে বছরে ২ বার, তড়কা রোগের টিকা বছরে ১ বার এবং গলাফোলা রোগের টিকা বছরে ২ বার করানো দরকার।

এছাড়াও ভেড়া যেহেতু কুকুরের আক্রমণে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে সুতরাং জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস থেকে এদের নিরাপদ রাখতে এদের র‍্যাবিসিন টিকাটি প্রথমে ১ সিসি মাংসে পরে ৩-৫ সপ্তাহের ব্যাবধানে আর একবার ১ সিসি করে মাংসে এবং এরও ১২ মাস পরে ১ সিসি মাংসে ইনজেকশন করে নিলে, এরপর প্রতি ৩ বছর পরপর ১সিসি করে মাংসে ইনজেকশন করলে চলবে।

এ প্রজাতির ভেড়া রেল লাইন বা মহা সড়কের পাশে ছাড়া অন্য স্থানে পালন করলে পর্যাপ্ত নেপিয়ার ঘাস, জাম্বো ঘাস, ইপিল ইপিল পাতা, ইত্যাদির জোগান দিতে হবে নিয়মিত। এদের বাসস্থান ২% ভিরকন এস এর দ্রবণ দিয়ে নিয়মিত সপ্তাহে ৩ দিন স্প্রে করিয়ে নিতে হবে। ভাই কেতাব আলি আপনি হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।